কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ
নির্বাচন কমিশনের কার্যালয়
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট
ঢাকা - ১২১৫।

স্মারক নং-১৪(৫০০) তারিখঃ ২৪/১০/২০১৮

নির্বাচনী আচরণবিধি

১। কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি, মেট্রোপলিটন শাখাসহ মোট ৬৮টি শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য এবং কাউন্সিলর নির্বাচনের ভোট গ্রহণ ২৩ নভেম্বরশুক্রবার ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। ভোট গ্রহণ সকাল ৯:০০টায় আরম্ভ হয়ে বিকেল ৪:০০টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে চলবে।

২। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন পরিচালনার জন্য রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োজিত থাকবেন। অনুরূপভাবে মেট্রোপলিটন শাখাসহ মোট ৬৮টি শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য এবং কাউন্সিলর নির্বাচনের জন্য আলাদাভাবে রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োজিত থাকবেন।

৩। সকল ভোট কেন্দ্রে একই দিন ও একই সময়ে আলাদা আলাদা ব্যালট পেপার এবং ব্যালট বাক্সে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, শাখাসমূহের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের এবং কাউন্সিলরদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

৪। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আগ্রহী একজন প্রার্থী একাধিক পদের জন্য মনোয়নপত্র সরাসরি নির্বাচন অফিসে দাখিল করতে পারবেন, তবে একাধিক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না।

৫। নির্বাচনে আগ্রহী প্রার্থী নির্ধারিত মূল্যে নির্বাচন কমিশন হতে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করতে পারবেন। দাখিলকালীন সময়ে মনোনয়নপত্রের সাথে ফরম ক্রয়ের মূল রশিদ এবং নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত মনোনয়ন ফি (অফেরতযোগ্য) জমার রশিদ সংযুক্ত করতে হবে। আগ্রহী প্রার্থী যে ক'টি মনোয়নপত্র দাখিল করবেন তাকে প্রত্যেকটি পদের নির্ধারিত হারে ফি জমা দিতে হবে।

৬। মনোনয়ন ফর্মে কোন রকম কাটা ছেঁড়া/ঘষা মাজা বা কারেক্টিং ফ্লুইড দিয়ে সংশোধন করা হলে মনোনয়নপত্রটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৭। মনোনয়নপত্রে প্রার্থী, প্রস্তাবক এবং সমর্থককে নিজ হস্তে স্বাক্ষর দিতে হবে।

৮। ভোটার তালিকায় যেভাবে নাম ও ভোটার নম্বর লিপিবদ্ধ আছে সেভাবেই নাম লিখতে হবে। ভোটার নম্বর এবং নামের গড়মিল হলে মনোনয়নপত্র বাতিল বলে গণ্য করা হবে।

৯। কোন প্রার্থী একই সাথে দু'টি নির্বাচনে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি এবং শাখাসমূহের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের এবং কাউন্সিলর পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। প্রার্থীর প্রার্থীত পদ ব্যতীত অন্য সকল পদের জন্য প্রস্তাবক ও সমর্থক হতে পারবেন। তবে যে সকল ক্ষেত্রে একই পদের অনুকূলে একাধিক পদ সংখ্যা রয়েছে সেক্ষেত্রে একজন ভোটার ততোধিক প্রার্থীর জন্য প্রস্তাবক এবং সমর্থক হতে পারবেন।

১০। প্রার্থী, প্রস্তাবক ও সমর্থকের নাম ও ভোটার নম্বর সঠিক না হলে মনোনয়নপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

১১। প্রার্থী সশরীরে উপস্থিত হয়ে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন চেয়ারমানের বরাবরে এবং শাখাসমূহের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের এবং কাউন্সিলর নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের বরাবরে লিখিত আবেদনের মাধ্যমে প্রার্থীতা প্রত্যাহার করতে পারবেন।

১২। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ভোট কেন্দ্রের আওতায় যে সমস্ত এলাকার ভোট গ্রহণ করা হবে রিটার্নিং অফিসার তা বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৩। রিটার্নিং অফিসার ভোট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন। ভোট অনুষ্ঠানের যাবতীয় ব্যয় স্ব স্ব কেন্দ্রের জেলা শাখা নির্বাহ করবে।

১৪। ইনস্টিটিউশনের গঠনতন্ত্রের ৪২-ধারা অনুযায়ী কোন প্রার্থী প্রচারণার জন্য পোস্টার, প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার ব্যবহার এবং দেয়াল লিখন করতে পারবেন না। কোন প্রার্থী বা ইনস্টিটিউশনের কোন সদস্য কর্তৃক বিরোধী/প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে হেয়প্রতিপন্ন

করার উদ্দেশ্যে আপত্তিকর বিবৃতি/লিফলেট/কার্ড প্রকাশ বা প্রচার করা যাবে না। নির্বাচন তফসিল ঘোষণার সাথে সাথে এধরণের প্রচারণা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। এ নির্দেশনা লংঘনের ঘটনা ঘটলে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সাপেক্ষে যে কোন পদে কোন প্রার্থীর প্রার্থীতা বাতিল করা হবে।

১৫। কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ এর গঠনতন্ত্রের ৪৫ ধারা মোতাবেক ইনস্টিটিউশনের যে কোন নির্বাচনে প্রার্থীতা হবে ব্যক্তিভিত্তিক। প্রার্থী বা ভোটারদের একটি গ্রুপ বা গ্রুপসমূহ কর্তৃক প্রকাশ্যে বা গোপনে প্রার্থীদের একটি প্যানেলভূক্ত হওয়া বা একটি প্যানেল তৈরি করা নিষিদ্ধ। গ্রুপভিত্তিক কোন গোপানীয় সভা/সমাবেশ করা যাবেনা।

১৬। ৫১টি ভোট কেন্দ্রের প্রত্যেকটিতে একজন প্রিজাইডিং অফিসার ও একজন পোলিং অফিসার সমন্বয়ে একটি পোলিং বুথে কেন্দ্রীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ভোটার সংখ্যার ভিত্তিতে রিটার্নিং অফিসারগণ প্রয়োজনবোধে একের অধিক পোলিং বুথ স্থাপন করতে পারবেন। তবে ঢাকা মহানগরের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে একাধিক প্রিজাইডিং ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক পোলিং অফিসার নিয়োগ করা যাবে।

১৭। প্রত্যেক পোলিং বুথে নির্দিষ্ট সীমানা থাকবে। বুথ কক্ষের পাশাপাশি আলাদা টেবিলে প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার বসবেন।

১৮। প্রিজাইডিং অফিসারের সামনে থাকবে ব্যালট বক্স এবং ব্যালট পেপার(যা রিটার্নিং অফিসার নিজ উদ্যোগে নির্বাচন কমিশন থেকে সংগ্রহ করবেন)। এক কপি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা পোলিং অফিসারের নিকট থাকবে।

১৯। প্রতিটি পোলিং বুথের কোণে একটি ঘেরাও করা গোপানীয় অংশ থাকবে এবং সেখানে একটি টেবিল ও টেবিলের সঙ্গে ভোট প্রদানের জন্য সুতায় বাঁধা একটি বলপেন থাকবে।

২০। ৫১টি ভোট কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসারগণ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিনির্বাচন পরিচালনার জন্য তাঁদের প্রয়োজনীয় ব্যালট পেপার (লিখিতভাবে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি মারফত) ঢাকাস্থ নির্বাচন কমিশনের কার্যালয় (কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ) থেকে ২০ নভেম্বর মঙ্গলবার, ২০১৮ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করার ব্যবস্থা নিবেন। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ব্যালট পেপার গুণে বুঝিয়ে দিয়ে সীলমোহরকৃত কভারে হস্তান্তর করা হবে। রিটার্নিং অফিসার উক্ত প্যাকেট ও সঙ্গে প্রেরিত চিঠির খাম ২৩নভেম্বর ২০১৮ তারিখ শুক্রবার সকাল ৮:৩০টায় ভোট কেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসারের সম্মুখে খুলবেন। জেলা শাখা ও কাউন্সিলর নির্বাচনের স্ব স্ব ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার ব্যালট পেপার মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২১। যে কোন ভোটার তার ভোট কেন্দ্র পরিবর্তন করতে চাইলে তাকে ভোট গ্রহণের ০৫ দিন পূর্বে নির্বাচন কমিশন চেয়ারম্যান বরাবরে আবেদন করতে হবে। পরবর্তীতে আবেদন করলে তা গ্রহণযোগ্য হবেনা।

২২। ২৩ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ সকাল ৮:৪৫টায় প্রিজাইডিং অফিসারগণ ব্যালট বাক্স খুলে উপস্থিত পোলিং অফিসারদের দেখাবেন এবং তাদের সম্মুখে খালি বাক্স তালাবদ্ধ করে সীলগালা করবেন।

২৩। ২৩ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ সকাল ৯:০০টায় ভোট গ্রহণের জন্য পোলিং বুথ খুলে দেয়া হবে এবং ভোটারগণ ভোট কেন্দ্রে সুশৃঙ্খলভাবে ভোট দেবেন।

২৪। ভোটারগণ ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করে প্রথমতঃ পোলিং অফিসারের কাছে গিয়ে তার পরিচয় দেবেন। পোলিং অফিসার ভোটারের পরিচয় সুনিশ্চিত হয়ে ভোটার তালিকায় ভোটারের নম্বরে একটি টিক(✓) চিহ্ন দিয়ে ভোটারকে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট পাঠাবেন এবং ভোটার নম্বরটি জানাবেন।

২৫। প্রিজাইডিং অফিসার ব্যালট পেপারের মুড়িতে পোলিং অফিসার কর্তৃক ঘোষিত ভোটার নম্বরটি লিখবেন এবং ভোটারের স্বাক্ষর গ্রহণ করবেন ও কেন্দ্রের নাম লিখে ভোটারের হাতে ব্যালট পেপার দেবেন।

২৬। ভোটার ব্যালট পেপারসহ কক্ষের গোপনীয় অংশে গিয়ে সেখানে রক্ষিত বলপেন দ্বারা তার পছন্দীয় নামের বিপরীত পার্শ্বে (X) ক্রস চিহ্ন দেবেন। অতঃপর ব্যালট পেপারটি ভাঁজ করে ভোটার প্রিজাইডিং অফিসারের টেবিলে রক্ষিত ব্যালট বাক্সের ভেতরে ফেলবেন। কোন ভোটার ব্যালট পেপার বাক্সে না ফেলে সাথে নিয়ে যেতে পারবেন না।

২৭। কোন কেন্দ্রে যদি বিকেল ৪:০০টার পূর্বেই কেন্দ্রের সমস্ত ভোটার ভোট দেয়ার কাজ সম্পন্ন করেন, তবুও বিকেল ৪:০০টার পূর্বে বাক্স খোলা ও ভোট গণনা করা যাবে না।

২৮। বিকেল ৪:০০টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ভোট গ্রহণ বন্ধ করতে হবে। তবে ঐ সময়ের মধ্যে ভোট কেন্দ্রের নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে যে সকল ভোটার উপস্থিত থাকবেন, তাদের ভোট বিকেল ৪:০০টার পরেও যতক্ষণ প্রয়োজন ততক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।

২৯। ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে (বিকেল ৪:০০টার পূর্বে নয়) প্রিজাইডিং অফিসার উপস্থিত পোলিং অফিসারদের সামনে ব্যালট বাক্স খুলে গণনা শুরু করবেন। একাধিক পোলিং বুথ থাকলে, সব পোলিং বুথের বাক্স এক কক্ষে নিয়ে একটা একটা করে বাক্স খুলতে হবে।

৩০। ভোট গণনাকালে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ সমঝোতার ভিত্তিতে লিখিতভাবে অনুর্ধ ৪(চার) জন পর্যবেক্ষকের নামের তালিকা নির্বাচন কমিশন বরাবরে দাখিল করতে পারবেন। নিযুক্ত পর্যবেক্ষক ভোট গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভোট গণনা কক্ষ ত্যাগ করতে পারবেন না।

৩১। ভোট গণনা সম্পন্ন হওয়ার পর নিম্নলিখিত ছকে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচনের তিন প্রস্থ ফলাফল রিটার্নিং অফিসার তৈরি করবেন (সুবিধার্থে ছকটি ভোট সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই রিটার্নিং অফিসার তৈরি করে রাখবেন)।

ক) ভোট কেন্দ্রের নাম ঃ.....
খ) জেলা শাখার নাম ঃ.....
গ) মোট ভোটার নং.....হতে..... = মোট.....টি
ঘ) ব্যবহৃত ব্যালট পেপারের মুড়ির সংখ্যার ক্রমিক নং.....হতে.....=মোট.....টি
ঙ) অব্যবহৃত ব্যলট পেপারের সংখ্যার ক্রমিক নং.....হতে.....=মোট.....টি
চ) প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যাসহ সকল প্রার্থীর নাম (ব্যালট পেপারের ক্রমানুসারে) নিচের ছক মোতাবেক লিখে প্রেরণ করতে হবে।

কৃষিবিদ ইনষ্টিটিউশন বাংলাদেশ (নির্বাচন-২০১৯-২০২০) কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের নির্বাচনের ফলাফল।

পদের নাম	প্রার্থীর নাম	ভোটার নম্বর	রেজিস্ট্রেশন নম্বর	প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা	
				সংখ্যা	কথায়
১	২	৩	৪	৫	৬

৩২। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচনী ফলাফলের (উপরের ৩১ নং ক্রমিক) প্রতিবেদন কাগজের এক পৃষ্ঠায় (উভয় পৃষ্ঠায় নয়) তৈরি করে প্রেরণ করতে হবে এবং কেন্দ্রের নামও উল্লেখ করতে হবে। প্রতি পৃষ্ঠায় রিটার্নিং অফিসার ও প্রিজাইডিং অফিসার উভয়ই পৃথকভাবে স্বাক্ষর (তারিখসহ) করবেন।

৩৩। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ফলাফলের প্রতিবেদন তৈরি ও স্বাক্ষরিত হওয়ার পর নিম্নলিখিত কাগজপত্র তালিকা মোতাবেক প্রেরণ করতে হবে।

ক) ব্যবহৃত ব্যালট পেপারের মুড়িসহ সব অব্যবহৃত ব্যালট পেপার।

খ) ব্যবহৃত ভোটার তালিকা

গ) রিটার্নিং অফিসার ও প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক স্বাক্ষরিত ফলাফল প্রতিবেদনের একটি উপরের (ক) ও (খ) এ উল্লিখিত কাগজপত্র একত্রে এক টুকরা নতুন কাপড় দিয়ে প্যাকেট করে, রিটার্নিং অফিসার ও প্রিজাইডিং অফিসার নিজ নিজ স্বাক্ষর ও সিল ব্যবহার করে সিল গালা করবেন। প্যাকেটের উপরে কেন্দ্রের নাম উল্লেখ করতে হবে।

৩৪। রিটার্নিং অফিসার ফলাফল প্রতিবেদনের মূল কপি নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যানের নাম উল্লেখ পূর্বক একটি খামে পুরে সিল গালা করবেন।

৩৫। ফলাফল প্রতিবেদনের অপর কপিটি রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে রক্ষিত থাকবে।

৩৬। রিটার্নিং অফিসার ৩৩ ক্রমিকের প্যাকেট ও ফরওয়ার্ডিং নোটসহ একটি বড় খামে মুড়ে বা একত্রে প্যাকেট করে ঢাকাস্থ নির্বাচন কমিশনের নামে ২৪নভেম্বর ২০১৮ তারিখের মধ্যে বিশেষ বাহক মারফত পাঠাবেন।

৩৭। শাখাসমূহের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের এবং কাউন্সিলর নির্বাচনের ফলাফল স্ব স্ব জেলা শাখার রিটার্নিং অফিসারগণ বেসরকারিভাবে ঘোষণা করবেন। বেসরকারিভাবে নির্বাচিত শাখাসমুহের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের এবং কাউন্সিলর

অনুমোদন চূড়ান্তভাবে ঘোষণার জন্য চেয়ারম্যান, নির্বাচন কমিশন, কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ-এর বরাবরে ২৪নভেম্বর ২০১৮ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।

৩৮। কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন গঠনতন্ত্রের ৪৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিতঃ

(ক) অসুস্থতা অথবা নিয়োগ দানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বল্পকালের জন্যে কোথাও ডেপুটেশনে দেয়া অথবা চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণে থাকাসহ কিছু অনিবার্য কারণে যদি কোন ভোটার ডাক ব্যালটে তার ভোট দিতে ইচ্ছা করেন, তাহলে তাকে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের বরাবরে লিখিত আবেদন করতে হবে। রিটার্নিং অফিসার এর জবাবে যথাযথভাবে তার স্বাক্ষর করা একটি ব্যালট পেপার সিলগালা করে রেজিস্ট্রিকৃত ডাকে আবেদনকারীকে সরবরাহ করবেন। পরে ভোটার একটি সিলগালা করা কভারে করে ঐ ব্যালট পেপার নির্বাচনের তারিখের আগে রিটার্নিং অফিসারের কাছে ফেরত পাঠাবেন, যা ভোট গণনার সময় খোলা হবে।

(খ) ইসি চেয়ারম্যান বরাবর সাদা কাগজে আবেদনের ভিত্তিতে বিদেশে বসবাসরত উপযুক্ত ভোটারদের উদ্দেশ্যে ডাক ব্যালট ইস্যু করা যেতে পারে। চেয়ারম্যান এসব আবেদন যাচাই করবেন এবং গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হলে ব্যালট পেপার রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকযোগে নির্বাচনের তারিখের অন্ততঃপক্ষে ১৫(পনের) দিন আগে ভোটারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করবেন। ভোটার ব্যালট পেপার চিহ্ন (X) দেয়ার পর তা একটি ঠিকানাবিহীন খামে আটকাবেন এবং পরে তা আবার একটি বাহ্যিক খামে আটকিয়ে বাম পাশে তার স্বাক্ষর, ঠিকানা ও ভোটার নম্বরসহ ইসি চেয়ারম্যানের ঠিকানায় প্রেরণ করবেন, যা নির্বাচনের চূড়ান্ত ফল প্রস্তুত করার সময় খোলা হবে।

৩৯। ভোট কেন্দ্র, ভোটদানের সময় এবং নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্যাদি ভোট গ্রহণের কমপক্ষে ৭২ ঘন্টা পূর্বে সকল ভোটারকে অবহিত করানোর দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারগণ পালন করবেন।

৪০। প্রতি জেলা শাখার মোট ভোটারের প্রতি ২০ জনের জন্য ১(এক) জন এবং অবশিষ্টাংশের জন্য ১(এক) জন কাউন্সিলর নির্বাচিত করতে হবে।

৪১। নির্বাচন সংক্রান্ত কোন বিরোধ দেখা দিলে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(কৃষিবিদ মোঃ নজরুল ইসলাম)
চেয়ারম্যান
নির্বাচন কমিশন